Aslaf Academy

লেকচার ২৩ : নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ২৩ : নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নবীজি (সঃ)।

সংসারে স্ত্রীর অবস্থানের ব্যাপারে নবীজি (সঃ) -

আমাদের এই সমাজে নানা ধ্যান-ধারণার প্রভাবে নারী বা স্ত্রীদের নিয়ে অনেক বাজে কথার প্রচলন আছে। তাদের নিয়ে আছে নানা অরুচিকর মূর্খ ধারণা। বুঝে না বুঝে সমাজের অধিকাংশ মানুষ নারীদের নিয়ে অরুচিকর চিন্তা ও মূর্খ ধারণার শিকার হয়ে থাকে। আমাদের এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলাম সকল মানুষের জন্য শান্তি ও মুক্তির ধর্ম। তাই সমাজের বৈষম্যে কান দেয়ার সুযোগ আমাদের নেই। এসব থেকে যেন একজন মুসলিম ও মুসলিমা বেঁচে থাকতে পারেন, সেজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নর-নারীর জন্য প্রয়োজন-পরিমাণ ইলম (শরীয়তের বিধি-বিধান) শেখা ফরজ।' নবীজি শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন নারী এবং পুরুষের সমান প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, তখন শিক্ষার প্রচারেও উভয়ে সমান হবেন—সন্দেহ নেই।

নবীজি সাংসারিক ব্যাপারে স্ত্রীদের কথাবার্তা অতি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন। বরং তিনি বলেছেন, 'নারীরা তাদের স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।'

নবীজির এই হাদীসে নারী একটি পরিবারের কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নারী তার ঘরের তত্ত্বাবধান করবে এবং এই ব্যাপারের যাবতীয় জিজ্ঞাসাও তাকেই করা হবে; অথচ আমাদের সমাজে সংসারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো বটেই, অগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও নারীদের তত্ত্বাবধান করতে দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের মতামত নিতেও অস্বীকার করা হয়। এটা বড়ই লজ্জার কথা। এভাবে মায়েদের অসম্মান করা হয়।

বিখ্যাত সাহাবী দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. কসম করে বলেন, 'আল্লাহর কসম, জাহেলি যুগে আমরা নারীদের কোনো বিষয়েই গণ্য করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য যথাযথ বণ্টননীতি নির্ধারণ করেন।' এ ব্যাপারে ওমর রা. একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'একবার আমি কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এ সময় আমার স্ত্রী সামনে এলো। বললো, কাজটি এভাবে করলে হতো না? আমি বললাম, কী ব্যাপার, তুমি এখানে? আমার কাজে নাক গলাচ্ছো? শুনে আমার স্ত্রী বললো, হে খাত্তাবের সন্তান, খুব আশ্চর্য লাগছে; তুমি কি চাও না, আমি তোমার কোনো

কাজে মতামত দিই? অথচ তোমার মেয়ে নবীজির সাথে বিবাদ করে; আর নবীজি সে কারণে অভিমানও করে থাকেন।' ওমর রা. তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং চাদর গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি নিজ মেয়ে হাফসা রা.-এর বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে বলেন, 'মেয়ে আমার, তুমি কি নবীজির সাথে বিবাদ করো আর তিনি তোমার উপর সারাদিন রাগ করে কাটান?' হাফসা রা. বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, আমরা তাঁর কথার উপরে কথা বলি।'

নবীজি কখনোই সে বিষয়ে নির্দেশ করতেন না, যা তিনি নিজে আমল না করেছেন। তিনি সংসারে নারীকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে নিজের সংসারে তাঁর স্ত্রীদের হাতে তাঁদের স্ব-স্ব সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। সে বিষয়ে তাঁদের তিনি স্বাধীন করেছেন। হ্যাঁ, তাদের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংশোধনী থাকলে তা বলে দিতেন। মোটকথা, সংসার স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি স্ত্রীর কল্যাণকামী বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

একবার মুহাজির ও আনসারদের এক দল নবীজির অপেক্ষায় বসা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন নবীজির সাক্ষাৎপ্রার্থী। নবীজি বাড়িতে ছিলেন। নবীজির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁরা আগে হযরত আয়েশা রা.-এর অনুমতি নিলেন। তিনি অনুমতি দেওয়ার পরেই তাঁরা নবীজির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলেন।

নবীজি এভাবেই প্রত্যেককে তার অধিকার, প্রাপ্য ও মর্যাদা দিয়ে গেছেন।

সংসারের বাইরে নারীর মতামত ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে নবীজি (সঃ) -

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দিকে না তাকালে আমাদের জন্য বোঝা সম্ভব নয় যে, জীবনের প্রতিটি বিষয়েই তাঁর জীবনে আমাদের জন্য কত উত্তম আদর্শ ও জীবনকে সুখে ভরিয়ে দেওয়ার মতো শিক্ষা রয়ে গেছে। সংসার ছাড়া নারীদের অন্য কোথাও কোনো অবস্থান থাকতে পারে কি না, সে ব্যাপারেও নবীজি বলে গেছেন।

সংসারের কাজ ছাড়াও সর্বসাধারণের কাজে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অংশগ্রহণ এবং নবীজির কাজেও তাঁদের মতামতের গুরুত্ব নবীজির সংসার-জীবনে দেখা গেছে। একবার নবীজির স্ত্রী উম্মে সালামা রা.-এর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন তাঁর দাসী। নবীজির স্ত্রীদের ঘর মসজিদে নববী সংলগ্নই ছিলো। নবীজি মসজিদে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, 'নবীজি "হে মানুষসকল..." বলেছেন, এমন শুনলাম আমি। শুনে দাসীকে বললেন,

সরো, আমাকে যেতে হবে। দাসী বললো, তিনি তো পুরুষদের ডেকেছেন, আপনাকে ডাকেননি। আমি বললাম, তিনি "মানুষ" বলে সম্বোধন করেছেন, আমিও মানুষ।' রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীসত্তার ব্যাপারে তাঁদের ভেতর এত উন্নত স্বচ্ছ ও শানিত রুচি ও চেতনা তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। অত্যন্ত মর্যাদাকর ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁরা অধিকার অনুযায়ী নিজেদের অবস্থান ও গুরুত্ব বুঝে নিতে জানতেন। নবীজি তাঁদের সে শিক্ষাই দিয়েছিলেন। এ ঘটনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সংসার ছাড়াও নবীজির মক্কি জীবনের কঠিনতম সময়ে বাইরের কাজেও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন হযরত খাদিজা (রা.)। ব্যবসার কাজসহ নবুওতের সেই প্রথম দিনগুলোতে পরামর্শ দিয়ে, বন্ধুতা দিয়ে, সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে তাঁকে সর্বদা সজীব রেখেছিলেন এই মহিয়সী নারী। রাসূলের সকল কাজের সর্বত্রই ছিলো তাঁর এমন গুরুত্ব ও মর্যাদাকর অবস্থান ও সহযোগ যে, তিনি যখন বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে, তখন শোকে মুহ্যমান রাসূল সে বছরের নাম দেন 'শোকের বছর'।

আনাস রা. উহুদের যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বচক্ষে দেখা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আয়েশা রা. এবং উম্মে সুলাইমানকে পায়ের কাপড় গোটানো অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁদের পায়ের অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের পিঠে পানির মশক ছিলো। পুরো যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা সাহাবীদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে। সংসার ছাড়াও নবীজির জীবনে স্ত্রীদের কেমন গুরুত্ব ছিলো, তা এই ঘটনায় চোখ বুলালে বুঝতে পারা যায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে বাহ্যত মুসলমানদের নতি স্বীকার মনে হলেও এটাই ছিল বিজয়। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে নবীজি যখন সেসব বৈষম্য ও অপমানপূর্ণ শর্ত মেনে নিয়ে সাহাবাদেরকে মাথা মুণ্ডিয়ে এহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন, অপমান ও দুঃখে ভারাক্রান্ত সাহাবারা বিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন। নবীজি সাহাবীদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিছু ভেবে না-পেয়ে তিনি নিজের তাঁবুতে যান। সেখানে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা। রাসূলকে চিন্তিত দেখে উম্মে সালামা রা. কারণ জানতে চান। সব বিশদ করে বললে উম্মে সালামা রা. অতি সুন্দর একটি পরামর্শ দেন, যা নবীজির খুব পছন্দ হয়। তিনি বললেন, আপনি কাউকে কিছু না-বলে সাহাবীদের মধ্যে গিয়ে আপনার মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলুন। সাহাবীদের অভিমান-গুমোট অবস্থা উম্মে সালামা রা.-এর বুদ্ধিমত্তাতেই লাঘব হয়েছিলো। এবং সবাই মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললেন।

রাসূলের জীবনের এসব দিকে লক্ষ্য করে একজন মুসলিম ও মুসলিমাকে খুঁজে নিতে হবে নবী-জীবনের কোথায় কীভাবে রয়ে গেছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শের শিক্ষা।

শিক্ষণীয় বিষয় -

আমাদের সমাজে একটা ভুল প্রচলন আছে। তা হলো, স্ত্রীর কথা শুনলেই সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। ইন্নালিল্লাহ! কত ভয়ংকর বিষয়! নবিজি যাকে সংসারের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। আমরা তাঁর পরামর্শকে ধ্বংস মনে করছি!

আসলে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশি যে, আমরা সত্য চোখের সামনে তুলে ধরলেও মানতে চাই না। এমন লোকও পাওয়া যাবে, যারা এই মাইন্ড সেটাপ নিয়ে বিয়ে করেছে, তাদের সামনে এই হাদিস শোনালে বলবে— এই হুজুর নারীবাদী! মহিলাদের প্রতি তার আলাদা টান আছে। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন। নবি জীবনের আরো অসংখ্য ঘটনা সিরাত ও হাদিসের পাতায় পাতায় উল্লেখ আছে। আমরা (বিবাহিত-অবিবাহিত) অবশ্যই সেসব পড়বো এবং আমল করবো। তাহলেই আমাদের সংসার সুখে ভরে উঠবে ইনশাআল্লাহ।